MAR. 01 2003

ঢাবির অনার্স ভর্তি পরীক্ষা জালিয়াত চক্রের হাতে বন্দী হয়ে যাচ্ছে?

নষ্ট হচ্ছে সুনাম, ঐতিহ্য ॥ ছাত্র ও অভিভাবকরা উদ্বিগ্ন

মোশতাক আহমেদ

যে অনার্স ভর্তি পরীক্ষার স্বচ্ছতার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম এখনও দেশে-বিদেশে খ্যাত সেই অনার্স ভর্তি পরীক্ষাই কি শেষ পর্যন্ত জালিয়াত চক্রের হাতে বন্দী হয়ে যাচ্ছে? এবারে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্স ভর্তির 'গ' (বাণিজ্য), 'ঘ' সম্মিলিত ও চারুকলা ইনস্টিটিউটের ভর্তি পরীক্ষায় নজিরবিহীন জালিয়াতি ধরা পড়ায় বিশ্ববিদ্যালয়সহ জনমনে এই প্রশ্নটিই এখন ঘুরপাক খাচ্ছে।

জানা গেছে, দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন সংগঠন বা প্রতিষ্ঠানের চোখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে অবস্থান তার মূলে রয়েছে অনার্স ভর্তির স্বচ্ছতা। এই ভর্তি পরীক্ষার প্রক্রিয়া দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়সহ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীভুক্ত কলেজসমূহে অনুসরণ করা হচ্ছে। কিন্তু এই ভর্তি পরীক্ষাই আজ জালিয়াত চক্রের খপ্পরে পড়েছে। জানা গেছে, এবারে ভর্তি পরীক্ষায় যে জালিয়াতির ঘটনা ধরা পড়েছে তা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে নজিরবিহীন। অতীতে ভর্তি পরীক্ষায় কিছু অনিয়ম ধরা পড়লেও জালিয়াতির কারণে এত ছাত্রছাত্রীর পরীক্ষা বাতিল করে দেয়া এই প্রথম। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, গত ২৫ জানুয়ারি, অনুষ্ঠিত চারুকলা ইনস্টিটিউটের অনার্স ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে যায়। ইনস্টিটিউটেরই এক শিক্ষক নাকি এই প্রশ্নপত্র ফাঁসের সঙ্গে জড়িত। এই শিক্ষকের পরিচালিত একটি কোচিং সেন্টারের মডেল টেস্টের সঙ্গে ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র মিলে যায়। পরে এই নিয়ে ইনস্টিটিউটে আন্দোলন শুরু হলে কর্তৃপক্ষ এই এক 'গ' নম্বরের এমসিকিউ পরীক্ষা বাতিল করে দেয়।

১৭ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত 'গ' (বাণিজ্য) ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষায় জালিয়াতির কারণে ৮শ' শিক্ষার্থীর ফলই ঘোষণা করা হয়নি। এছাড়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ চার ছাত্রের ভর্তিই শেষ পর্যন্ত বাতিল করা হয়। শুধু এই দুই পরীক্ষাতেই নয়, সর্বশেষ ২৪ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত 'ঘ' (সম্মিলিত) ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষাতেও জালিয়াতি ধরা পড়ে। এই ইউনিটেও জালিয়াতির কারণে ৬শ' শিক্ষার্থীর আবেদনপত্র বাতিল করা হয় এবং সাড়ে তিন শ' শিক্ষার্থীর পরীক্ষা ভর্তি পরীক্ষার দিনই বাতিল করা হয়। এখন প্রশ্ন হচ্ছে কারা এই জালিয়াত চক্রের সঙ্গে জড়িত? বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অনুসন্ধান করে দেখেছে, বিভিন্ন কোচিং সেন্টার এবং অর্থলোভী বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু শিক্ষক ও ছাত্র এই চক্রের সঙ্গে জড়িত। জানা গেছে, বেশকিছু কোচিং সেন্টার ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে অধিকহারে টাকা নিয়ে ব্যাংকের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের যোগসাজশে ক্রমিক নং মিলিয়ে ফরম ওঠায়। আর তারা পরিচয় রাখার জন্য এসব ফরমের পিছনে বিভিন্ন ধরনের সাঙ্কেতিক চিহ্ন ব্যবহার করে। এভাবেই ফরম কিনতে এসে এবার একটি কোচিং সেন্টারের সাইক নামে এক কর্মকর্তাকে ধরে পুলিশে দেয়া হয়। এসব কোচিং সেন্টার আবার আগে বিভিন্ন জায়গায় ভর্তি হওয়ায় ছাত্রছাত্রীদের দিয়ে ছবি পরিবর্তন করে অন্যজনকে সাহায্য করার জন্য পরীক্ষার ব্যবস্থা করে থাকে। যেহেতু আগেই তারা ক্রমিক নং মিলিয়ে ফরম ওঠায় সেহেতু তারা এই সুযোগটি কাজে লাগিয়ে থাকে। আর এভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্বে ভর্তি হওয়া কিছু ছাত্রছাত্রী পরীক্ষা দিয়ে থাকে। আর এজন্য কেউ কেউ টাকাও নিয়ে থাকে। কেবল এসব কোচিং ও ছাত্ররাই নয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থলোভী কিছু শিক্ষকও এই চক্রের সঙ্গে জড়িত। চারুকলা ইনস্টিটিউটের ঘটনাই তার বড় প্রমাণ। ইনস্টিটিউটের এক শিক্ষক তাঁর কোচিংয়ে অধিক টাকা নিয়ে তিনটি মডেল টেস্ট নেন। যার অধিকাংশ প্রশ্নই ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নের সঙ্গে মিলে যায়। এমনকি মডেল টেস্টে যে ভুল, পরীক্ষার প্রশ্নপত্রেও সেই ভুল ধরা পড়েছে। এসব জালিয়াতির কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরো অনার্স ভর্তি পরীক্ষা নিয়েই আজ প্রশ্ন উঠেছে। অনেক ছাত্র-অভিভাবক গভীর উদ্বেগের সঙ্গে জানিয়েছেন, যে ভর্তি পরীক্ষার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম এখনও সর্বশীর্ষে সেটিই আজ শেষ হতে চলেছে। জালিয়াতি ঠেকাতে তাঁরা পুরো ভর্তি পদ্ধতিই পরিবর্তনের দাবি জানিয়েছেন। জনকণ্ঠে অসংখ্য অভিভাবক ও ছাত্র টেলিফোন করে তাদের এই ক্ষোভ ও দাবি জানান। এদিকে কর্তৃপক্ষও আগামী বছর থেকে ভর্তি পরীক্ষায় পরিবর্তনের চিন্তাভাবনা করছে। আগামী কিছুদিনের মধ্যে এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে" বলে জানা গেছে। এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক এসএমএ ফায়েজ জানান, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সবকিছুর পরিবর্তন হয়। তাই আগামী ভর্তি পরীক্ষাতেও পরিবর্তন স্বাভাবিক। তিনি জানান, জালিয়াতি রোধে যথাযথ ব্যবস্থা নেয়া হবে এবং হচ্ছে। যেসব শিক্ষার্থীর জালিয়াতি ধরা পড়বে তাদের ভর্তি বাতিল হবে বলে তিনি জানান। পরীক্ষায় জালিয়াতি হয়েছে কিনা তা খোঁজার জন্য তিনি সকল অনুষদের ডিনদের নির্দেশ দিয়েছেন।